সিপিবি-বাসদ ও বাম মোর্চার সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভ

বিদ্যুতের বর্ধিতমূল্য প্রত্যাহার ও চালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কমানোর দাবিতে সিপিবি-বাসদ ও বাম মোর্চার মন্ত্রাণালয় অভিমুখে বিক্ষোভ

বিদ্যুতের বর্ধিতমূল্য প্রত্যাহার ও চাল, পেঁয়াজ, মরিচসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কমানোর দাবিতে সিপিবি-বাসদ ও গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা ১২ ডিসেম্বর সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। এছাড়া দেশের প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান ও বিক্ষোভ প্রদর্শন শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

ফরিদপুরে পুলিশি বাধার কারণে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্মারকলিপি পেশ করা সম্ভব হয়নি। সচিবালয় অভিমুখী বিক্ষোভ মিছিলের পূর্বে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সিপিবি'র সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাসদ এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান, সিপিবি সাধারণ সম্পাদক মো. শাহ আলম, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের হামিদুল হক। সভা পরিচালনা করেন বাসদ নেতা বজলুর রশীদ ফিরোজ।

বক্তব্যে নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে বিদ্যুতের বর্ধিতমূল্য প্রত্যাহারের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তারা বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বর্ধিতদাম প্রত্যাহার করা না হবে ততক্ষণ লড়াই চলবে। বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলা কর্তৃক নভেম্বর মাসের বিদ্যুৎ বিলের সাথে বর্ধিত বিল সংযুক্তিতে তীব্র ক্ষোভ জানিয়ে নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী ডিসেম্বরের ১ তারিখ থেকে বর্ধিত দাম কার্যকর করা হলেও কোম্পানিগুলো প্রতারণাপূর্ণভাবে নভেম্বর থেকেই বিদ্যুতের বর্ধিত দাম জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়েছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দশ টাকা কেজি দরে চাল সরবরাহের শ্লোগান দিয়ে এ সরকার ক্ষমতায় এসেছে। দ্বিতীয় দফায় বিনা প্রার্থী-বিনা ভোটে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে। তারা মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। এখন মোটা চালের কেজি ৬০-৭০ টাকা দরে বাজারে বিক্রি হতে দিয়ে দেশের আমজনতাকে ভাতে মারার ষড়যন্ত্র করছে।

এ সরকার বাজার সিন্ডিকেটের সাথে যোগসাজশে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা তাদের লুটে নিতে সহযোগিতা করছে আর কমিশন হিসেবে নিজেদের নির্বাচনী তহবিল গড়ে তুলছে।

সরকারের যোগসাজশ ও নিস্পৃহতার বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে নেতৃবৃন্দ জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

বিক্ষোভ মিছিল প্রেসক্লাব-কদমফোয়ারা-পল্টন মোড় হয়ে প্রেসক্লাবের পাশের রাস্তা দিয়ে সচিবালয় অভিমুখে পৌঁছলে পুলিশ সাঁজোয়া গাড়ি, জলকামান ও ব্যারিকেড দিয়ে বাধা প্রদান করে। সিপিবি-বাসদ-বাম মোর্চার কর্মীরা পুলিশি ব্যারিকেড ভেঙে সেখানে অবস্থান নেয়। সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, সিপিবি'র সহকারী সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ জহির চন্দন, বাসদ (মার্কসবাদীর) জহিরুল ইসলাম ও গণসংহতি আন্দোলনের সমন্বয়ক বাচ্চু ভূঁইয়া। এখানে সারাদেশে কর্মসূচি পালনে পুলিশি বাধার তীব্র নিন্দা জানানো হয়।

আগামী কর্মসূচি :

আগামী ২৭ ডিসেম্বর ব্যাংকসহ আর্থিক খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিচালক ও ব্যবসায়ীদের লুটপাটের প্রতিবাদে বাংলাদেশ ব্যাংকের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও শাখা কার্যালয়গুলোর সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির যে কোন অপতৎপরতা প্রতিহত করুন
নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কমাও জনগণের জান বাঁচাও

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দৈনন্দিন জীবনের নৈরাজ্য, সন্ত্রাস-সংকটের প্রতিবাদে সিপিবি-বাসদ ও বাম মোর্চার বিক্ষোভ

নিয়ন্ত্রণহীন দ্রবমূল্য বৃদ্ধি, বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর পাঁয়তারা ও দৈনন্দিন জীবনের নৈরাজ্য সন্ত্রাস-সংকট নিরসনের দাবিতে ২২ নভেম্বর '১৭ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সিপিবি-বাসদ ও গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার আহ্বানে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সিপিবি'র সাধারণ সম্পাদক মো. শাহ আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, বাসদ এর কেন্দ্রীয় নেতা বজলুর রশীদ ফিরোজ। সমাবেশ পরিচালনা করেন ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় নেতা নজরুল ইসলাম। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকী, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাসদ (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় নেতা মানস নন্দী, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের হামিদুল হক, সিপিবি'র প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির কারণে দেশের আপামর জনগণ আজ দিশেহারা। নিম্নআয়ের মানুষ আধপেটা খেয়ে দিন-যাপন করছে। যেসকল মানুষের আয়ের বেশির ভাগ অংশ ব্যয় হয় খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য তারা লাগামহীন খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে আজ অসহায়। বাজার সিন্ডিকেট, আমলা এবং ক্ষমতাসীন দল ও জোটের নেতৃবৃন্দের অসৎ চক্রের কারসাজির কারণেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমলেও বাংলাদেশে তা হু হু করে বাড়ছে। সরকারের নিষ্ক্রিয়তা এসকল অসৎ চক্রকে উৎসাহ যুগিয়ে যাচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, টিসিবির মাধ্যমে বাজারে হস্তক্ষেপ করার মধ্য দিয়ে সরকারকে এসকল অসৎ চক্রের উদ্দেশ্য বানচাল করে দিতে হবে। তারা দরিদ্র মানুষের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমানোর দাবিতে পাড়া-মহল্লা ও হাট-বাজারে প্রচারাভিযান চালানোর জন্য সিপিবি-বাসদ ও গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার কর্মীদের আহ্বান জানান।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, জনগণের দৈনন্দিন জীবনে চলছে নৈরাজ্য। হত্যা-গুম-খুন নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষক-সাংবাদিক-ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক কর্মীসহ সব পেশার মানুষই গুম এবং খুনের শিকার হচ্ছে। এ সকল গুমের ঘটনার সাথে সরকারের নানা বাহিনী ও সংস্থার সংশ্লিষ্টতার কথাই বেরিয়ে আসছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুম হওয়া ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা গুমের জন্য সরকারের বিভিন্ন সংস্থাকেই দায়ী করে আসছেন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী জনগণকে নিরাপদ রাখার পরিবর্তে তারাই জননিরাপত্তা হরণ করে সন্ত্রাসী ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছে। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে গুম হওয়া মানুষদের তাদের স্বজনদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। একই সাথে গুম-খুনের সাথে জড়িতদের শাস্তি দাবি করেন।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, সরকার ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগনের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। তারা ভাতের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। উপরন্তু জীবনের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। সরকারের এই ব্যর্থতার বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে নেতৃবৃন্দ দেশের মানুষের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।